অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৪) ধারার বিধান মোতাবেক

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় যুগ্ম জেলা জজ, ৩য় ও অর্থঋণ আদালত, সিলেট।
অর্থঋণ জারী মোকদ্দমা নং-১২/২০২১ ইংরেজী।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্বনাথ শাখা, সিলেট..ডিক্রিদার।

ব না ম

১নং মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ, নতুনবাজার, রামপাশা রোড, বিশ্বনাথ, থানা ও উপজেলা-বিশ্বনাথ, ডাকঘর-বিশ্বনাথ, জিলা-সিলেট। ২নং সুহেব আহমদ, পিতা আব্দুল মুতলিব, গ্রামঃ রামধানা, কামালপুর, ডাকঘর-রামধানা, থানা/উপজেলা-বিশ্বনাথ, জেলা-সিলেট ৩নং সুফিয়া বেগম, স্বামী আব্দুল মুতলিব, গ্রামঃ রামধানা, কালামপুর, ডাকঘর-রামধানা, থানা/উপজেলা-বিশ্বনাথ, জেলা-সিলেট। ....দায়িকানগন।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় দায়িকানপক্ষ ডিক্রীদার ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা আদায় না করায় ডিক্রীদার ব্যাংক পক্ষ দায়িকানগনের নিকট ডিক্রীকৃত টাকা ৪,৭৫,৫৯৪/৪৫ (চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শত চৌরানব্বই টাকা পয়সা পঁয়তাল্লিশ) টাকা এবং মুনাফা ও যাবতীয় খরচ সহ মং ৬,৬২,৩১১/৫৯ (ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত এগার টাকা পয়সা উনষাট টাকা আদায়ের নিমিত্তে দায়িকানগনের মালিকানাধীন নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তাদিতে মাননীয় যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত এজলাসে রক্ষিত নিলামের দরপত্র বাক্সে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাইতেছে।

তফসিল (বন্ধকি সম্পত্তি)

(বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ)

জিলা-সিলেট, থানা-বিশ্বনাথ, মৌজা-কামালপুর, জে,এল,নং-৬৪, খতিয়ান নং-এস, এ, ৩৫১, বি.এস. বুজারত খতিয়ান নং- ১০১২, ডিপি নং-৮৫২, নামজারী খতিয়ান নং- ৯৮১, দাগ নং এস. এ-১৩১০, ১৩১৮, বি.এস-১১৫৯, ১১২৪, পরিমান ০.২২ (শূন্য দশমিক দুই দুই) একর বা ২২.০০ শতক আমন রকম যাহা ৪/১০/১৯৯৪ইং তারিখে রেজিষ্টারী-৪১৫৮/৯৪নং কবালার ভূমি।

নিলামের শর্ত

১। আগামী **১৫/১/২০২৩ ইং** তারিখে টেন্ডার দাতা/দাতাগনকে মাননীয় যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, সিলেটের সেরেস্তায় রক্ষিত উপরোক্ত তারিখে বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে টেন্ডার বাক্সের দরপত্র জমা দিতে হইবে অথবা রেজিষ্টারী ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌছাইতে হইবে এবং বিকাল ২.৩০ ঘটিকার সময় দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হইবে।

২। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্বৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০% উদ্বৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্বৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইতে উহার ১০% সম পরিমান টাকা জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।

৩। অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা উদ্বৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্বৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্বৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হইলে আদালত তাহার উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেন।

৪। দরপত্র গৃহিত হইবার ১০(দশ) দিন পর লিখিত আবেদন অসফল দরপত্র দাতার জামানত ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। কম জামানত প্রদানকারী দরপত্র/ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল হইবে।

৬। দরপত্রে সম্পত্তি প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে গ্রহনযোগ্য না হইলে আদালত দর প্রস্তাব বাতিল করিতে পারিবেন।

৭। উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৩ (তিন) এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে বা বাজেয়াপ্ত কৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য সর্ব্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধিত দর অপেক্ষা কম না হইলে উক্ত দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম করিতে আহবান করা হইবে এবং দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পরবর্তি ১০(দশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ন মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত তাহার উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৮। কোন কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে সর্ব্বোচ্চ বা যেকোন দরপত্র গ্রহন ও বাতিল করার ক্ষমতা আদলত সংরক্ষন করেন। অধিকন্ত আদলত দরপত্র অংশগ্রহণকারী যে কোন দরদাতা সহিত দর বৃদ্ধির নিমিত্তে নেগোসিয়েশনের অধিকার সংরক্ষন করেন।

৯। কৃতকার্য দরদাতার অনুকূলে শর্তপালন সাপেক্ষে তপসিল বর্ণিত সম্পত্তির দখল আদালত কর্তৃক হস্তান্তর করা হইবে। প্রয়োজনে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০। সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্স সহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

১১। উল্লেখিত নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র দাতা দরপত্রের মূল্যের সমুদয় টাকা প্রদানের ব্যর্থ হইলে তপসিল বর্ণিত সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়যোগ্য হইবে।

১২। সর্ব্বোচ্চ/ গৃহিত দরদাতার দরপত্রের শর্তানুযায়ী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত পরবর্তি দরপত্র দাতার দরপত্র গ্রহনযোগ্য হইলে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

১৩। দরপত্রের মাধ্যেমে নিলাম ডাকে আগ্রহি ব্যক্তিগন বিস্তারিত তথ্য অবগত হইবার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

১৪। তপসিল বর্ণিত সম্পত্তির উপর কোন সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের , সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়াসা কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুত কর্তৃপক্ষ, গ্যাস কর্তৃপক্ষ, ভূমি কর , ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ যেকোন পাওনাদারের পাওনা দাবি থাকিলে তাহা পরিশোধের দায়িত্ব আদলতের উপর বর্তাইবে না।

১৫। শর্ত বর্হিভূত কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে আদালতের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

অদ্য সন ২০২২ ইং সনের ১৩/১১ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদালতের আদেশক্রমে
সেরেস্তাদার
মাননীয় যুগ্ম জেলা জজ, ৩য় আদালত,সিলেট।